ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... MAR...1 ২ 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরীক্ষার লক্ষ্য যে...

আলী আসগ...

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ৭ হাজার পরীক্ষার্থী সে সঙ্গে ১৯ জন পরিদর্শক বহিষ্কৃত এমন শিরোনাম নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার খ বর প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদ নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক যা অভিভাবক, শিক্ষক এমনকি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নয় এমন সাধারণ নাগরিকদেরও উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত করেছে। কিন্তু পরীক্ষায় নকল কোনো নতুন ঘটনা নয়। ফলে যারা এই দুষ্কর্মে লিপ্ত, তারা অন্য নানা চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িতদের চেয়েও অধম। কারণ দুষ্কর্ম ও ঠগবাজিতে যে নীতিহীনতা ও অসামাজিকতা থাকে, সেটা পরীক্ষায় নকলের মধ্যেও থাকে। কিন্তু যেকোনো দুষ্কর্মকারী তার অপরাধ সম্পাদনের জন্য নতুন কিছু কৌশল উদ্ভাবন বা চাতুর্য প্রদর্শন করে থাকে। অথচ আদিম পদ্ধতিতে এ যুগের পরীক্ষায় নকলবাজরা সেই চতুরতাও বর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই বলেছিলেন, যে পরীক্ষায় নকল করে এবং যে মুখস্থ করে এদের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। বরং যে নকল করে সে অন্তত আধুনিক ছাপাখানার সাহায্য নেয়। কিন্তু যে মুখস্থ করে সে আধুনিকও নয়। যেহেতু ছাপাখানার সাহায্য গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের যুগে আধুনিক হলেও এই কম্পিউটারের যুগে তা আর আধুনিক নয়। ফলে এখন যারা নকল করছে তারা একই সঙ্গে অসৎ, অনাধুনিক এবং উদ্ভাবন শক্তিবর্জিত।

কিন্তু এ প্রবন্ধের লক্ষ্য অসৎ শিক্ষার্থীদের কিছু উপদেশ বিতরণ নয় অথবা অসাধু শিক্ষকদের শাস্তি প্রদানের জন্য অভিযোগ উত্থাপন নয়। কোনো পকেটমারের কাছে যখন মানিব্যাগটি খোয়া যায়, তখন পথে দাঁড়িয়ে অনুপস্থিত পকেটমারদের উদ্দেশে নীতিবাক্য বর্ষণের মতোই নকলের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদান আমি অর্থহীন মনে করি। বরং নকলপ্রবণতা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণ উদঘাটন এবং নকল করে পাস করার পিছনে কতোটা সামাজিক ক্ষতি নিহিত, তা বিশ্লেষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় নকল একটি সরল চৌর্যবৃত্তি নয়; এর কারণ ও প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও জটিল-যা আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কেউ যদি টাকা চুরি করে এবং সেই অর্থে কোনো সামগ্রী কেনে, সেখানে দেশের অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। একটি পরোক্ষ প্রভাব অবশ্য আছে। তাহলে যে শ্রম দিয়ে অর্থোপার্জন করেছিল, তার পরিবর্তে সে টাকা চুরি করে শ্রম প্রদানকারীর প্রাপ্য মূল্য লাভ করবে।

ফলে, একজন কর্মঠ মানুষ তার কাজ করার উৎসাহ ও পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু একটি টাকা যে পরিমাণ সামগ্রী কেনার ক্ষমতা রাখে, তা সৎভাবে বা অসৎভাবে অর্জিত যাই হোক না কেন— উভয় টাকার মূল্যই সমান অর্থনৈতিক নিয়মে। একজন পরীক্ষার্থী যখন নকল করে সার্টিফিকেট অর্জন করে এবং তা দেখিয়ে একটি কাজের দায়িত্ব লাভ করে চাকরির স্থলে, সেখানে তার সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকেই ব্যাহত করার কথা। যদি অবশ্য সার্টিফিকেটে প্রদত্ত শিক্ষালাভের অঙ্গীকার তার নিয়োজিত কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় তাকে দেওয়া হয়ে থাকে। একটি টাকা এর বাহকনিরপেক্ষভাবে যে ক্রয় ক্ষমতা বহন করে, একটি বিশেষ পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট সেই অর্থে এর বাহকনিরপেক্ষভাবে শিক্ষার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার অঙ্গীকার বহন করে না।

পরীক্ষায় দুর্নীতি শুধু পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; শিক্ষক, অভিভাবক সেই সঙ্গে পরীক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরও অনেকে এই দুর্নীতির বলয়ের মধ্যে অবস্থান করছে দুষ্কর্মের অংশীদাররূপে। দুর্নীতির এই তাণ্ডবলীলা অনেককেই এতোটা বিক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে যে, কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙে

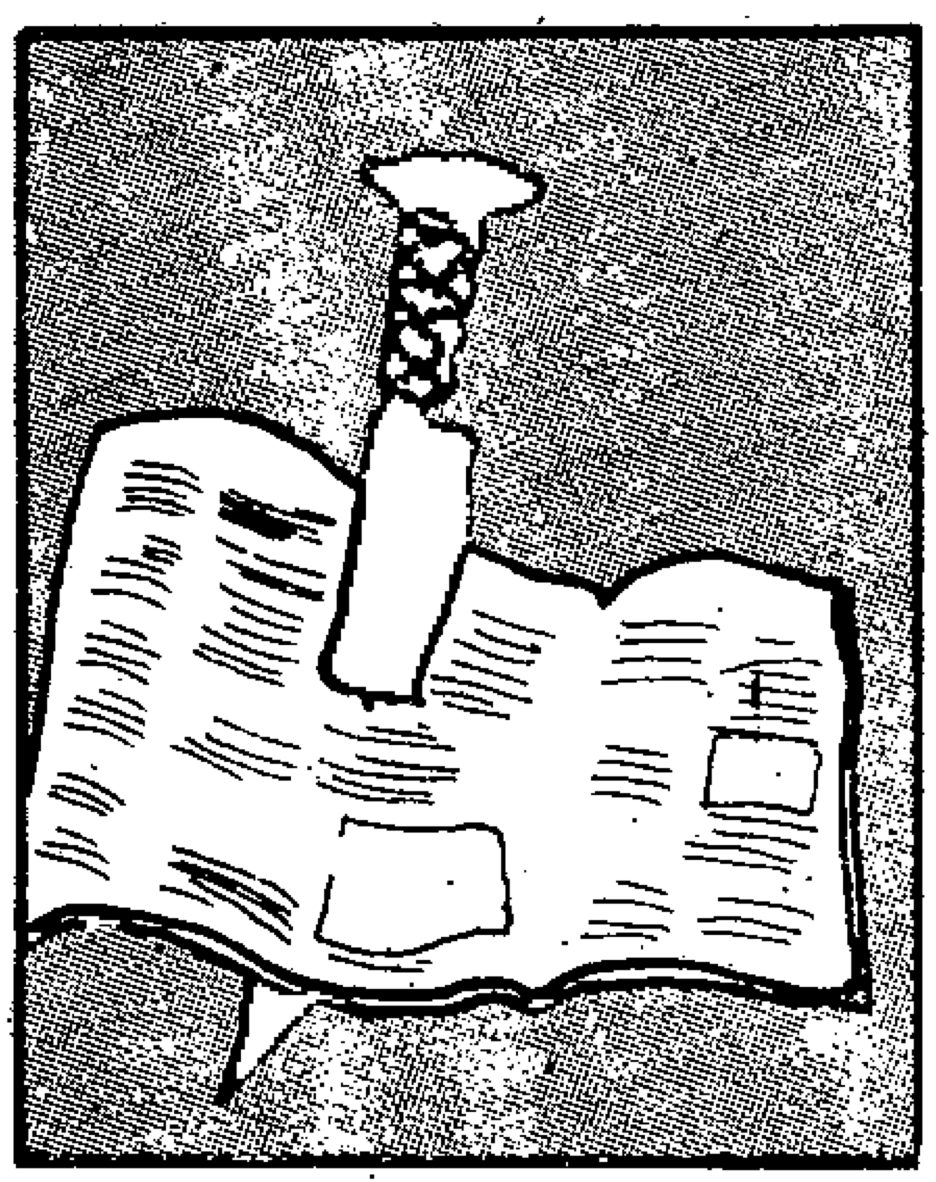

পড়েছে। কেউবা বলছেন পাবলিক পরীক্ষার প্রয়োজন কি? সম্পূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দিলে কেমন হয়? আসলে পরীক্ষা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ও দার্শনিক বিতর্ক উত্থাপন কোনো সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। অনেক শিক্ষাবিদ, দার্শনিকসহ যথার্থ শিক্ষা লাভের সঙ্গে পরীক্ষায় ভালো করার সম্পর্ককে অনিবার্য বলে মনে করেন না। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক সৃজনশীল প্রতিভাবান জ্ঞানী মানুষের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ ও পাবলিক পরীক্ষার দেয়াল টপকাননি। রবীন্দ্রনাথও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, শিক্ষায়তনগুলো যেন পরীক্ষা নামক কুস্তির আখড়া না হয়ে ওঠে। দার্শনিক বিতর্কে না গিয়েও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি যে প্রয়োজন তা নানাভাবেই প্রমাণ করা যায়। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যেসব ত্রুটি বিদ্যমান তা দূর করার জন্য বাস্তব কিছু পদক্ষেপও নেওয়া সম্ভব। আমাদের মনে রাখতে

হবে পা... অত্যন্ত এ... নানা মত... দীর্ঘদিন ধ...

পরীক্ষ... এতো তা... প্রমাণ ক... গুরুত্বপূর্ণ... পড়াতো এ... সার্টিফিকে... হারাতো, সার্টিফিকে...

সৎ অথবা অ... গুরুত্বের সঙ্গে... আসলে একটি... করে না। বি... সফল প্রয়োগ... গুরুত্ব প্রমাণ... মনে করেন ত... অন্তত চারটি... হলো শিক্ষার... অর্জন যেখানে... সম্পর্কিত, সে... দক্ষতা শিক্ষার্থী... তা অবশ্যই প... পারে শিক্ষার্থীকে... প্রতিযোগিতামূ... যে উদ্দীপনা সৃ... উৎসাহের অভাব... সফল ছাত্রদের...

...তুন স...

...র। ড. আবদুস শাকিল নামে এক প্র...
...র সফটওয়্যারগুলোর তুলনায় একেবা...
...যায় ড. শাকিলের এই সফটওয়্যারটি...

...র্ণনা করেন ড. আবদুস শাকিল

নানা বিষয় ড. আবদুস শাকিল জানান, সফটওয়্যারটি তৈরির ধারণা আসে তার জাপানে থাকার সময়। জাপানি ভাষায় প্রায় ৮ হাজার বর্ণ ব্যবহার করা হয়, আর তাও জাপানিরা কম্পিউটারে তরতর করে লিখে ফেলে। ওদের ব্যবহৃত সফটওয়্যারটিতে যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়- শাকিল সেটি ব্যবহার করেই বাংলা লেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। সেটা ১৯৯০ সালের দিককার কথা।

তারপর যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা। ওখানে প্রবাসী বাংলাদেশী প্রোগ্রামারদের সঙ্গে কথা বলেন শাকিল। সবাই ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়। উনি জাপানি সফটওয়্যারটাও দেখান ওদের। কিন্তু এভাবে বাংলা লেখার কি দরকার- এমন কথা বলে কেটে পড়েন